



জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের কার্যক্রম শুরু

টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৭ আগস্ট, ২০২৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বজনীন পেনশন স্কিম উদ্বোধন করেন।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে রেজিস্ট্রেশন করুন: upension.gov.bd

- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী সকল বাংলাদেশি নাগরিক অংশ নিতে পারবেন। তবে, বিশেষ বিবেচনায় পঞ্চাশোর্ধ্ব নাগরিকগণও ১০ বছর নিরবচ্ছিন্ন জমা প্রদান করলে আজীবন পেনশন সুবিধা পাবেন
- প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ “প্রগতি ও সুরক্ষা” স্কিমে তাঁর পরিবারের ১৮ বা তদুর্ধ্ব এক বা একাধিক সদস্যের (যেমন- স্বামী, স্ত্রী, বাবা, মা, ভাই, বোন) নামে নিবন্ধন করে বৈদেশিক মুদ্রায় জমা প্রদান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তিনি যার জন্য পেনশন অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন তাঁর এনআইডি, ব্যাংক হিসাব নম্বর এবং নমিনির তথ্য প্রদানপূর্বক নিবন্ধন করবেন।
- প্রবাস থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রেরিত জমার ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা পাওয়া যাবে। এ প্রণোদনার অর্থ তার হিসাবে যোগ হবে
- ব্যাংকে সরাসরি গিয়ে, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে এবং ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে মাসিক নির্ধারিত টাকা জমা দেওয়া যাবে
- প্রবাসী স্কিমে অংশগ্রহণকারীগণ ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে বৈধ চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রায় মাসিক নির্ধারিত টাকা জমা দিবেন
- জমার টাকা ট্রেজারি বন্ডসহ নিরাপদ কার্যক্রমে বিনিয়োগ করা হবে
- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদত্ত জমা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর রেয়াত পাওয়া যাবে
- আবেদনের সময় জমাকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা আবশ্যিক
- মাসিক পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থও আয়কর মুক্ত থাকবে
- নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে, যার বিপরীতে আবেদনকারীর অনুকূলে একটি ইউনিক আইডি প্রদান করা হবে
- মোবাইল নম্বর ও প্রবাসীদের ইমেইলের মাধ্যমে ইউনিক আইডি নম্বর, জমার পরিমাণ এবং মাসিক জমা প্রদানের তারিখ অবহিত করা হবে
- সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংকের প্রতিটি শাখা জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সম্মুখ অফিস হিসেবে কাজ করবে
- পেনশনের টাকা তোলার জন্য কোনো অফিসে যেতে হবে না। আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেনশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হবে
- পেনশন স্কিম ও জমার পরিমাণ যেকোনো সময় পরিবর্তন করা যাবে। তবে, পেনশনার আইডি অপরিবর্তিত থাকবে

প্রবাস

বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিক নির্ধারিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় জমা দিয়ে এ স্কিমে অংশ নিতে পারবেন। পেনশন স্কিমের মেয়াদ শেষে দেশীয় মুদ্রায় পেনশন দেওয়া হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে পাসপোর্টের ভিত্তিতে যুক্ত হতে পারবেন।

মাসিক জমার পরিমাণ ২০০০, ৫০০০, ৭৫০০ ও ১০০০০ টাকা।

সুরক্ষা

স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য এ স্কিম। কৃষক, রিকশাচালক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, গৃহিণী, তাঁতিসহ সব অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ নির্ধারিত হারে জমা প্রদান করে এ স্কিমে যুক্ত হতে পারবেন।

মাসিক জমার পরিমাণ ১০০০, ২০০০, ৩০০০ ও ৫০০০ টাকা।

প্রগতি

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারীদের জন্য এ সুবিধা। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অথবা নিজ উদ্যোগে এককভাবে এ স্কিমে যুক্ত হওয়া যাবে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্কিমে যোগ দিলে স্কিমের জমার ৫০ শতাংশ কর্মী এবং বাকি অংশ প্রতিষ্ঠান দিবে।

মাসিক জমার হার ২০০০, ৩০০০ ও ৫০০০ টাকা।

সমতা

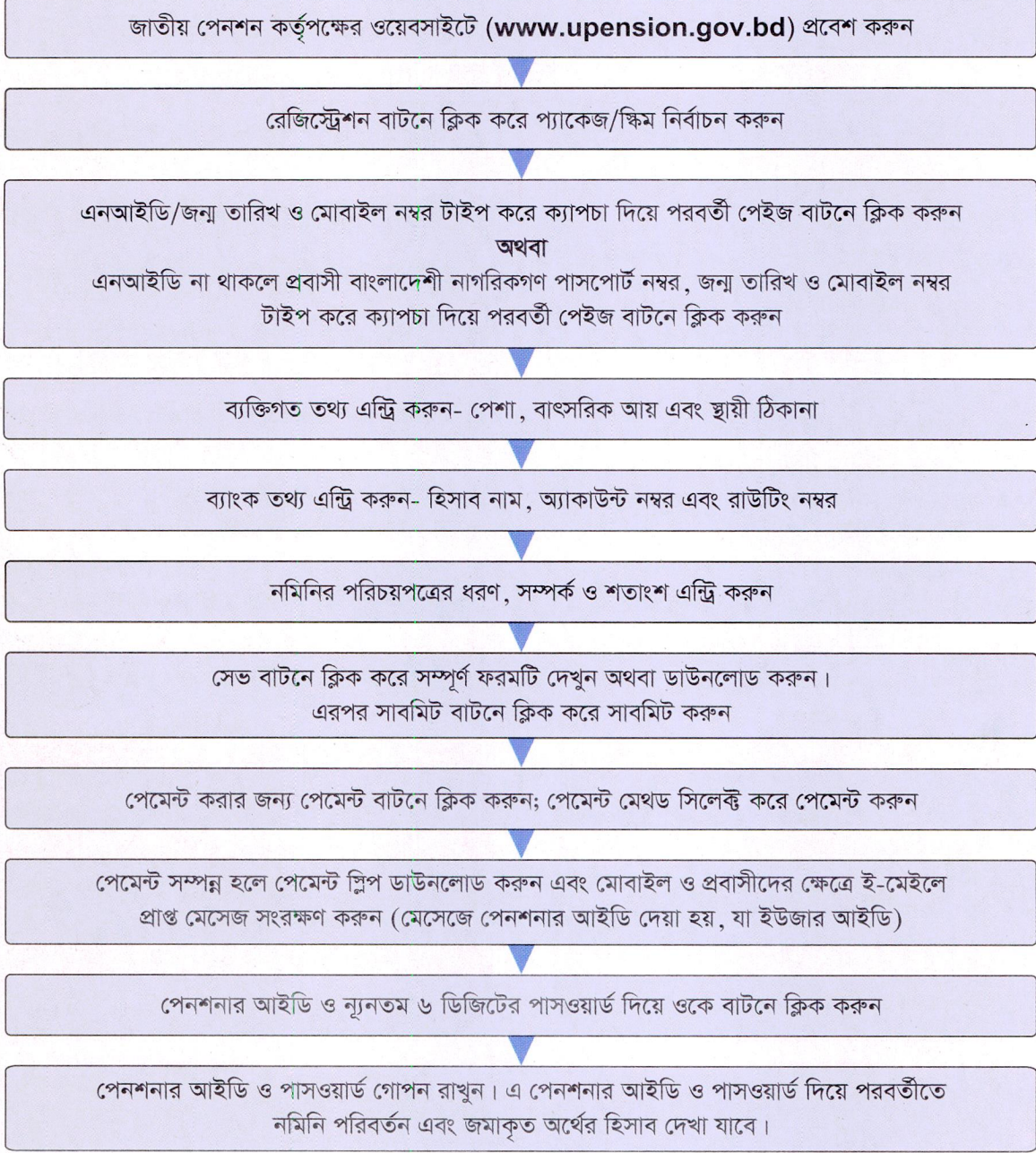
দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী (যাদের আয়সীমা বাৎসরিক অনূর্ধ্ব ৬০ হাজার টাকা) স্বল্প আয়ের নাগরিকগণের জন্য এ স্কিম। সমতা স্কিমে মাসিক জমার পরিমাণ ১০০০ টাকা। যার মধ্যে জমাকারী জমা দিবেন ৫০০ টাকা এবং বাকি ৫০০ টাকা দিবে সরকার।





জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া



বাস্তবায়নে: জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ওয়েব লিঙ্ক: upension.gov.bd

যোগাযোগ (সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা)

৩৩৩ অথবা +৮৮ ০৯৬৬৬ ৭৮৯ ৩৩৩ (বিদেশ হতে)

বাংলাদেশের কার্যদিবসে (সকাল ৯.০০টা হতে বিকাল ৫.০০টা)

+৮৮ ০১৫৫০ ০৭৯৯২৯, +৮৮ ০১৫৫০ ০৭৯৯৪৫, +৮৮ ০১৫৫০ ০৭৯৯৮৩, +৮৮ ০১৫৫০ ০৭৯৯৮৪

মুদ্রণ: মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর